ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ

web site: www.dcgpsc.edu.bd
e-mail: dcgpsc2005@gmail.com

প্রসপেক্টাস

	শৃঙ্খলা	সততা	জ্ঞান	দক্ষতা	মানবতা	সেবা	

কলেজ পরিচিতিঃ

নারীশিক্ষাকে গতিশীল করে নারীসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার সেনানিবাসে সবুজ স্নিগ্ধ পরিবেশে ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজের যাত্রা শুরু হয়। কলেজটির প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রথমে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন লে: কর্নেল মোঃ জাহিদ হোসেন (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদায় অবসরপ্রাপ্ত)। বর্তমানে এ কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত আছেন লে: কর্নেল মোঃ রেজাউল ইসলাম, পিএসসি, এইসি এবং পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসাবে আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী এ এস এম আরিফ এএফ ডব্লিউ সি, পিএসসি।

অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ শিক্ষকমন্ডলীর নিরলস ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় অত্যন্ত স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠানটি দেশের সেরা বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমেও যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জামসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক বিকাশের জন্য এখানে নিয়মিত শরীরচর্চা ক্লাসসহ বছরে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, কুইজ ও ইনডোর গেমসের আয়োজন করা হয়ে থাকে। জাতীয় উন্নয়নে নারীসমাজের অংশগ্রহণ ও যথাযথ ভূমিকা পালনে শিক্ষার্থীদের দৃঢ় মানসিকতা গঠনই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহঃ

১। নারীশিক্ষাকে গতিশীল করে নারীকে সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীসম্পদে পরিণত করা।
২। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, শৃঙ্খলা, জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, মানবতাবোধ ও সেবায় উদ্বুদ্ধ করা।
৩। সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও শিক্ষার্থীদের প্রত্যয়দীপ্ত জীবন মান বিকাশের মধ্যে দিয়ে নেতৃত্বদানের উপযোগী করে গড়ে তোলা।
৪। মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা।
৫। সম্প্রীতিবোধে উজ্জীবিত হয়ে বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ার সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা।

কলেজ শাখাঃ

এখানে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় নির্ধারিত আসনে ছাত্রী ভর্তি করা হয়। প্রতি বছর মে-জুন মাসে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রীদের অফিস থেকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদন পত্র ও প্রসপেক্টাস সংগ্রহ এবং তা পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ অফিসে জমা দিতে হয়। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী জিপিএ এর ভিত্তিতে ভর্তির জন্য ছাত্রী নির্বাচন করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। নির্বাচিত ছাত্রীদের বোর্ডের নীতিমালা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজ পত্র, ছবি ও নির্ধারিত সমুদয় ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি করা হয়। উল্লেখ্য যে, অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে এস.এস.সি পাসকৃত ছাত্রীদের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সরাসরি ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে ব্যর্থ হলে প্রচলিত ভর্তি প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে ভর্তি হতে হয়।

শিক্ষা পদ্ধতিঃ

প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম, নির্দেশ ও পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পাঠদান সকল স্তরে জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুকরণ করা হয়। বাংলা মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা চালু আছে।

ল্যাবরেটরিঃ

১। পদার্থ ল্যাব
২। রসায়ন ল্যাব
৩। জীববিজ্ঞান ল্যাব

এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ল্যাব আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত। প্রতিটি ল্যাবে রয়েছে এক জন করে দক্ষ প্রদর্শক যিনি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাশ নিয়ে থাকেন।

ICT/কম্পিউটার ল্যাবঃ

কম্পিউটার ল্যাবটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক ভাবে সজ্জিত। ল্যাবে মোট ছয়টি প্রিন্টার ও স্পিকারসহ ৪০টি কম্পিউটার আছে। একজন প্রদর্শক দ্বারা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিষয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়াও ইন্টারনেট ও ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

গ্রন্থাগারঃ

এই প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত আধুনিক মানের সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার আছে, যার নামকরণ করা হয়েছে-প্রয়াত অধ্যক্ষের নামানুসারে "লে: কর্নেল জায়েদ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার"। এ গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় বই কার্ডের মাধ্যমে ইস্যু করে বাসায় নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা গ্রন্থাগার গুলোর সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।

তথ্যকেন্দ্রঃ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে একটি তথ্যকেন্দ্র, এখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সকল তথ্য জমা থাকে। কালেজের অনুপস্থিতি, বিভিন্ন নোটিশ এবং ফলাফলসহ যেকোন তথ্য অভিভাবকদের কাছে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে পৌঁছে দেয় এই তথ্যকেন্দ্র।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির পর ২টি শ্রেণি অভীক্ষা শেষে ১টি অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক ৪০% এর কম নম্বর পেলে চিঠির মাধ্যমে ছাত্রী এবং অভিভাবককে সতর্ক করে দেওয়া হয়। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার পর পুনরায় ২টি শ্রেণি অভীক্ষা শেষে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে ৪০% নম্বর অর্জন করে দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে হয়।

দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রাক নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার পূর্বে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষায় বিষয় ভিত্তিক ৪০% নম্বর না পেলে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। নির্বাচনী পরীক্ষায় বিষয় ভিত্তিক ৪০% নম্বর অর্জিত না হলে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় না। এছাড়া কলেজের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণ নিজনিজ উদ্যোগে সাপ্তাহিক পরীক্ষা ও ক্লাস টেস্ট নিয়ে থাকেন। কলেজের অভ্যন্তরীণ সকল পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে শিক্ষাবোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়। এবং ফলাফল পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পর্যালোচনা সভায় Power Point-এ ফলাফল দেখানো হয়।

- **অভিভাবক মতবিনিময় সভাঃ** প্রত্যেক পরীক্ষার পর অধ্যক্ষের সাথে অভিভাবকদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য সভাটি অধিক গুরুত্ব বহন করে। অভিভাবকদের পরামর্শ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়।

পোষাকে বিবরণ

গ্রীষ্মকালঃ	পোষাকের নমুনা
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীঃ ❖ সাদা কামিজ ❖ সাদা বেল্ট, সাদা ওড়না ❖ সাদা পায়জামা ❖ সাদা কেডস্ ও সাদা মোজা (একাদশ শ্রেণী) ❖ কালো কেডস্ ও কালো মোজা (দ্বাদশ শ্রেণী) ➢ **হাউজ ভিত্তিক শোল্ডার ব্যাজ** **শীতকালঃ** ❖ নেভী ব্লু কার্ডিগান ❖ নেভী ব্লু কার্ডিগান ❖ সাদা কামিজ ❖ সাদা বেল্ট, সাদা ওড়না ❖ সাদা পায়জামা ❖ সাদা কেডস্ ও সাদা মোজা (একাদশ শ্রেণী) ❖ কালো কেডস্ ও কালো মোজা (দ্বাদশ শ্রেণী) ➢ **হাউজ ভিত্তিক শোল্ডার ব্যাজ**	 সালোয়ার কামিজ 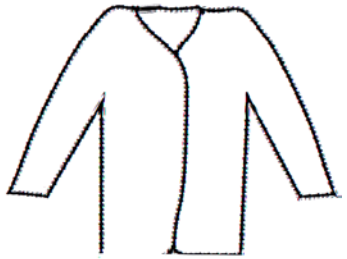 কলার ছাড়া কার্ডিগান 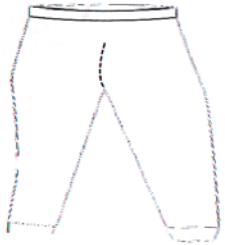 সাদা সালোয়ার

প্রতিষ্ঠানের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলঃ

২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের বিবরণঃ

ক্র/নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	শাখা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		কৃতকার্যের সংখ্যা		জিপিএ এবং শতকরা হার							% পাশের হার	
			বিভাগ	মোট	বিভাগ	মোট	৫.০০	৪>,<৫	৩.৫>,<৪	৩>,<৩.৫	২>,<৩	১>,<২	এফ	বিভাগ	মোট
০১	ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ	বিজ্ঞান	৯৪	১৯৭	৯৩	১৯৬	৭	৬২	২৩	০১	--	--	০১	৯৮.৯৪%	৯৯.৪৯%
		ব্যব. শিক্ষা	১০৩		১০৩		২০	৭০	১২	০১	--	--	০	১০০%	

২০১৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের বিবরণঃ

ক্র/নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	শাখা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	এ(+)	এ	এ(-)	বি	সি	ডি	ফেল	পাশের হার	মন্তব্য
০১	ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ	বিজ্ঞান	৭৬	৭১	০৫	---	---	---	---	---	১০০%	
		ব্যব.শিক্ষা	২৮	১৬	১২	---	---	---	---	---	১০০%	
	মোট =		১০৪	৮৭	১৭	---	---	---	---	---	---	

২০১৪ সালের HSC পরীক্ষায় এ প্রতিষ্ঠানের দুজন ছাত্রী ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি লাভ করে ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ৫০ তম স্থান লাভ করে ।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয় সমূহঃ

আবশ্যিক বিষয় সমূহ	বিজ্ঞান	ব্যবসায় শিক্ষা
	১। বাংলা	১। বাংলা
	২। ইংরেজি	২। ইংরেজি
	৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
ঐচ্ছিক বিষয় সমূহ	১। পদার্থ বিজ্ঞান	১। হিসাববিজ্ঞান
	২। রসায়ন	২। ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা
	৩। জীববিজ্ঞান/গণিত	৩। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন/ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বীমা
৪র্থ বিষয় সমূহ (যে কোন একটি)	১। গণিত	১। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন
	২। জীববিজ্ঞান	২। ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বীমা
		৩। সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা

ছাত্রীদের বেতন আদায়ের সময়সূচী ও ফি সমূহ গত বছর নিম্নরূপ ছিলঃ

মাসিক বেতনঃ

ক্র.নং	শ্রেণী	বার	সময়	কর্মরত-সামরিক/প্রতিরক্ষা	অবসরপ্রাপ্ত (সামরিক)	বেসামরিক
১.	একাদশ-দ্বাদশ (বিজ্ঞান)	বৃহস্পতিবার	১১০০ – ১৪০০ ঘটিকা	৭৮০.০০	১১৫০.০০	১৬৫০.০০
২.	একাদশ-দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)			৭২০.০০	১১০০.০০	১৬০০.০০

বাৎসরিক উন্নয়ন ফি ও সেশন চার্জঃ

ক্র.নং	শ্রেণী	কর্মরত- সামরিক/প্রতিরক্ষা	অবসরপ্রাপ্ত (সামরিক)	বেসামরিক
১.	একাদশ-দ্বাদশ (বিজ্ঞান)	৬৩৫০.০০	৬৩৫০.০০	৬৬৫০.০০
২.	একাদশ-দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)	৬৩০০.০০	৬৩০০.০০	৬৬০০.০০

অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফি

ক্র.নং	শ্রেণী	টাকার পরিমাণ
১.	একাদশ-দ্বাদশ	৬০০.০০

এককালীন অন্যান্য ফি সমূহঃ

শ্রেণী	খাত সমূহ	টাকার পরিমাণ
একাদশ-দ্বাদশ	আইডি কার্ড	১০০/-
	বিএনসিসি	৫০/-
	গার্ল গাইড/স্কাউট	২৫/-
	পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্প	১০০/-
	ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট	১৫০/-

সহ শিক্ষা কার্যক্রমঃ

শিক্ষার্থীদের সুন্দর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সকল শিক্ষার্থীকে চারজন মহিয়সী নারীর নামে চারটি হাউসে বিভক্ত করে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ও উদ্যোগে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ।

যেমন: বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ ও বই পড়া প্রতিযোগিতা, বাস্কেটবল খেলা ইত্যাদি । হাউসগুলি নিম্নরূপ-

- ❖ বেগম রোকেয়া হাউস
- ❖ বেগম সুফিয়া কামাল হাউস
- ❖ বীর প্রতীক তারামন বিবি হাউস
- ❖ শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হাউস

- ★ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও বৃটিশ কাউন্সিল পরিচালিত 'বই পড়া প্রতিযোগিতা' (Reading Competition) কর্মসুচিতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহন করে এবং প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়ে থাকে ।
- ★ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ম্যাগাজিন, দেয়াল পত্রিকা, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ রয়েছে ।
- ★ নিজস্ব খেলার মাঠ ও বাস্কেটবল মাঠে ক্রীড়া শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল খেলা ও বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ।
- ★ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয় ।
- ★ শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষাসফরের ব্যবস্থা করা হয় ।

এছাড়াও সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে অনুশীলন করানো হয় । ক্লাবের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলোঃ

ক্লাব সমূহঃ

১। ডিবেটিং ক্লাবঃ

ক। বাংলা খ। ইংরেজি

২। বিজ্ঞান ক্লাব

৩। সাধারণ জ্ঞান ক্লাব

৪। নাচ

৫। আবৃত্তি (বাংলা ও ইংরেজি)

৬। কেরাত, হামদ্ ও নাত

৭। গান

৮। বিএনসিসি

৯। গার্ল গাইড

১০। স্কাউট

সুবিধা সমূহঃ

অডিটরিয়ামঃ এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম আছে।

মাল্টিপারপাস হলঃ নার্সারী বিল্ডিং এর নীচে অবস্থিত মাল্টিপারপাস হলে ছাত্রীদের মাল্টিমিডিয়া ক্লাবসমূহ বহুমুখী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলাঃ

শুধুমাত্র ভালো ফলাফল নয়, একজন শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে নিজস্ব আচরণবিধি ও নির্দেশাবলী-

১। প্রতিদিন ৭টা ৩০মিনিটের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হতে হবে।

২। সপ্তাহে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার দৈনিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের দিন ছাত্রীদের ৭টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে অবশ্যই সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হতে হবে।

৩। সপ্তাহের বাকী ০৩ দিন অর্থাৎ শনি, সোম ও বুধবার ৭টা ৪৫মিনিটে ফর্ম ক্লাসে যোগদান করতে হবে।

৪। সকল ছাত্রীকে পরিচয় পত্র গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

৫। কলেজ চলাকালীন সময়ে টিফিন পিরিয়ড ব্যতীত অন্য কোন সময় কোন ছাত্র/ছাত্রী শ্রেণিকক্ষের বাইরে যেতে/ঘোরাফেরা করতে পারবে না।

৬। শ্রেণিকক্ষের ময়লা-আবর্জনা, টিফিনের বর্জ্য ইত্যাদি যত্রতত্র না ফেলে সংরক্ষিত ঝুড়িতে ফেলতে হবে।

৭। বহিরাগত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কোন ছাত্রী কলেজে প্রবেশ করতে পারবে না।

৮। টিফিন পিরিয়ডের পর ওয়ার্নিং বেল বাজার সাথে সাথে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবে।

৯। কলেজের সম্পদ কেউ নষ্ট করবে না, কোন সম্পদ নষ্ট হতে দেখলে বাঁধা দেবে এবং কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ জানাবে।

১০। রীতিমত পড়া শিখে আসতে হবে এবং বাড়ির কাজ করে আনতে হবে।

১১। শ্রেণিতে পাঠদান করার সময় মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। কোন পাঠ ভাল করে বুঝতে না পারলে দাঁড়িয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

১২। প্রতি পিরিয়ডে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ যে পাঠদান করবেন তা সংক্ষিপ্তভাবে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৩। পরীক্ষার হলে কোন ভাবেই নকল করার চেষ্টা করা, কথা-বার্তা বলা, বই-পত্র বা লেখা কোন কাগজ সঙ্গে আনতে পারবে না। নকলের প্রস্তুতি নিলে বা নকল করলে তাকে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার করা হবে এবং কলেজ থেকে ছাড়পত্র দিয়ে দেয়া হবে।

১৪। ছুটির ঘণ্টা বাজার পর কোন রকম হৈ-চৈ করা যাবে না। টিফিনের সময় ও ছুটি হলে শ্রেণি কক্ষের লাইট, ফ্যান বন্ধ করে সকল ছাত্রী সারিবদ্ধভাবে নিঃশব্দে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করতে হবে।

১৫। গ্রন্থাগারে প্রবেশের পর চিৎকার হৈ-চৈ করা যাবে না। বইয়ের কোন পাতা ছেঁড়া বা বইটি কাটাকাটি করা যাবে না'। গ্রন্থাগারে প্রবেশের সময় ব্যাগ ও বইসহ প্রবেশ করা যাবে না। বই গ্রহণ ও ফেরত দেয়ার নিয়ামবলী মেনে চলতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রীকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের কার্ড তৈরি করে নিতে হবে।

১৬। পরিস্কার কলেজ ড্রেস পরিধান করতে হবে। সুদৃশ্য ওয়াটার পট ব্যবহার করতে হবে। স্টীলের স্কেল আনা যাবে না।

১৭। ছাত্রীরা বোরখা ব্যবহার করলে সাদা বোরখা ও সাদা স্কার্ফ ব্যবহার করতে হবে। চুল রঙ করা যাবে না এবং চুলে সাদা/ কালো ব্যান্ড দিয়ে দুইটি বেনী করতে হবে।

১৮। ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার কিংবা বহন করা যাবে না।

১৯। কোন ছাত্রী একই ক্লাশে দুবার অকৃতকার্য হলে সরাসরি আইন অনুযায়ী অত্র কলেজে তার পুনরায় অধ্যয়ন করার আর কোন সুযোগ থাকবে না।

২০। প্রত্যেক ছাত্রীকে প্রতিটি টার্ম পরীক্ষার পূর্বে মোট শ্রেণি কার্যদিবসের ৯০% দিবস অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে নতুবা অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক এবং প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

২১। প্রত্যেক ছাত্রী ডায়রি যথাযথভাবে ব্যবহার করবে। ডায়রিটি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলো কিনা তা দেখার জন্য টার্ম পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে শ্রেণি শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে।

২২। কলেজ ক্যাম্পাসের ব্যাংক কাউন্টারে (সরকারি ছুটির দিন ছাড়া) বেতন জমা দিতে হবে। অভিভাবকগণও বেতন জমা দিতে পারবেন।

২৩। অভিভাবক দিবসে অভিভাবকদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

২৪। সুনির্দিষ্ট কারণ বা অনমুতি ছাড়া অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ।

২৫। উল্লিখিত আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশগুলো যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

২৬। কোন ছাত্রী শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ করলে তাকে বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র প্রদান করা হবে।

কলেজ শাখার শিক্ষক মণ্ডলীর তালিকাঃ অধ্যক্ষ ঃ মোঃ রেজাউল ইসলাম উপাধ্যক্ষ ঃ সালমা বেগম	
বাংলা বিভাগঃ ১। প্রভাষক : নিলুফার হক ২। প্রভাষক : রুনা লায়লা	**ইংরেজি বিভাগঃ** ১। প্রভাষক : আবু মোঃ মোস্তফা রায়হান সরকার ২। প্রভাষক : জিয়াউল হাসান
আইসিটি বিভাগঃ ১। প্রভাষক : জান্নাতুল নাঈম তনিমা ২। প্রদর্শক : মুঃ রেজাউল ফারুক	**পদার্থবিজ্ঞান বিভাগঃ** ১। প্রভাষক : কাজি রাজিয়া সুলতানা ২। প্রভাষক : মোঃ মাহ্‌মুদুল আলম ৩। প্রদর্শক : মোঃ ফজলুল হক
রসায়ন বিভাগঃ ১। প্রভাষক : মোঃ কামরুজ্জামান ২। প্রভাষক : শামীমা নাসরীন ৩। প্রদর্শক : নাছরিন সুলতানা	**গণিত বিভাগঃ** ১। প্রভাষক : সরকার মোঃ গিয়াস উদ্দিন ২। প্রভাষক : মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
জীববিজ্ঞান বিভাগঃ ১। প্রভাষক : কাজী তাছলিমা ২। প্রভাষক : ফাতেমা-তুজ-জোহরা ৩। প্রদর্শক : রোখসানা আক্তার	**হিসাববিজ্ঞান বিভাগঃ** ১। প্রভাষক : নাসরিন আক্তার ২। প্রভাষক : মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ ১। প্রভাষক : জান্নাতুল ফিরদাউস ২। প্রভাষক : সৈয়দা শারমিন আফরোজ	**মার্কেটিং বিভাগঃ** ১। প্রভাষক : তিথি রানী দাস
ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগঃ ১। প্রভাষক : উপমা নাগ	**সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ** ১। প্রভাষক : দিল আফরোজা বেগম

আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০

নবীনবরণ ও সংবর্ধনা- ২০১৪
ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ